 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিরামপুর থানা, দিনাজপুর।

**মাদক বিরোধী সভা**

স্মারক নম্বর- ৪৮৩৯(২৬),( সিপিসিঅ্যান্ডবিপি)/ই

সূত্র -পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ,ঢাকার স্মারক নং-৪৪.০১.০০০০.০৫৬.২১.১৭(অংশ)-১০৪(২০),তাং-১৮/০৮/২০২১খ্রিঃ এবং রেঞ্জ অফিস স্মারক  নং-রেঞ্জ/ অপরাধ/ ৫২৪৪(৮), তাং-১৯/০ ৮/২০২১ খ্রিঃ

**স্থান-কেটরা বাজার,জোতবানী,বিরামপুর থানা, দিনাজপুর।**

**সময়- বিকাল ১৩.০৫–১৫.১০ ঘটিকায়**

**তারিখ- ১৩/১০/২০২১ খ্রিঃ**

* উক্ত সভায় **সভাপতিত্বে** ছিলেন বিরামপুর থানার অফিসার ইনচার্জ **/ জনাব সুমন কুমার মহন্ত**

 **সহকারী হিসাবে ছিলেন এসআই**  **(নিরস্ত্র)/মোঃ শাহীন শেখ**

* **সভায় উপস্থিত সদস্য বৃন্দ**
* **প্রধান অতিথি** -জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুল মিনহাজ।

০৪ নং ওয়ার্ডের মাদক কমিটির সভাপতি

* **সভায় উপস্থিত জনগণ- -** ৫০ জন
* **সভার আলোচ্য বিষয়-**  মাদক মুক্ত বাংলাদেশ গড়া
* **সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-** দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার,মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া,

 মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা

* **সভার শুরুতে সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সভার আলোচনা শুরু  করেন  সভাপতি** **এসআই (নিরস্ত্র)/মোঃ শাহিন শেখ।**আলোচনায় বাংলাদেশের মাদক সেবনের দৃশ্য তুলে ধরা হয়। বিগত কয়েক বছরের মাদক সেবনের জরিপ তুলে ধরা হয়।
* **সভার পরবর্তী বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন** বিরামপুর থানার অফিসার ইনচার্জ **/ জনাব সুমন কুমার মহন্ত।** তিনি বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।মাদক নিয়ন্ত্রনের উপর গুরুত্ব দিয়ে সবাইকে সচেতন হতে বলেন।এসব বন্ধ করতে হলে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগী হয়েও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে সবচেয়ে আগে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে প্রতিটি ঘর, অভিভাবক এবং শুভাকাক্সক্ষীদের পক্ষ থেকে।**মাদকাসক্ত প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে শিশু সদন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজারে পুলিশ কর্মকর্তারা** নিয়মিত প্রচারসভা করবেন। স্থানীয় মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে মাদকাসক্তের ভয়াল পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। থানা গুলোয় চৌকিদার-দফাদারদের সাপ্তাহিক প্যারেডে এ বিষয়ে জানাতে হবে। এলাকার পৌরসভার পৌর মেয়র, কাউন্সিলর ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মসজিদের ইমামদের নিয়ে থানায় নিয়মিতভাবে মানব পাচার রোধে বৈঠক করতে হবে। **কমিউনিটি পুলিশিং সদস্যদের ও বিট পুলিশিং সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে** মাদকাসক্ত প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া মানব পাচার সংক্রান্ত মামলাগুলো সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।
* **সভার পরবর্তী বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন** -জনাব মোহাম্মদ ওবায়দুল মিনহাজ।। এলাকার মাদকের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন।

* **অনুষ্ঠানে মাদকের অপব্যবহার রোধে করণীয় সর্ম্পকে নীতি-নির্ধারনী পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ের বক্তারা যা যা আলোকপাত করেন -**
* **১।** মাদকাসক্ত প্রতিরোধ সম্পর্কে জনগণের মতামত গ্রহন।
* ২। কিভাবে মাদকাসক্তের প্রতিরোধ সম্ভব
* ৩। মাদকাসক্ত প্রতিরোধে জনগণের সচেতনতা
* ৪। মাদকাসক্তের কারণ সমূহ
* ৫।কিভাবে পুলিশকে সহায়তা করবে
* ৫। মাদকাসক্ত প্রতিরোধ সম্পর্কে জনগণের মতামত গ্রহন।
* **৬।মাদকাসক্ত প্রতিরোধে আমাদের করণীয়-**

মাদক নিয়ন্ত্রনে সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি, নিয়মিত টহল ও জনসচেতনতা বাড়ানোসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে পুলিশকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দেশে অবৈধ মাদকের প্রবাহ রোধ, ঔষধ ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার্য বৈধ মাদকের শুল্ক আদায় সাপেক্ষে আমদানি, পরিবহন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাদকদ্রব্যের সঠিক পরীক্ষণ, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ

দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

আমাদের এই মুহূর্তে উচিত মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করা, মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, বেকারদের কর্মসংস্থান ও স্কুল-কলেজে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদকাসক্তির কুফল সর্ম্পকে শিক্ষা প্রদান এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

মাদকাসক্ত প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে শিশু সদন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাট বাজারে পুলিশ কর্মকর্তারা নিয়মিত প্রচারসভা করবেন। স্থানীয় মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে মাদকাসক্তের ভয়াল পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য ধর্মীয় নেতাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। থানা গুলোয় চৌকিদার-দফাদারদের সাপ্তাহিক প্যারেডে এ বিষয়ে জানাতে হবে। এলাকার পৌরসভার পৌর মেয়র, কাউন্সিলর ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মসজিদের ইমামদের নিয়ে থানায় নিয়মিতভাবে মানব পাচার রোধে বৈঠক করতে হবে। কমিউনিটি পুলিশিং সদস্যদের ও বিট পুলিশিং সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে মাদকাসক্ত প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া মানব পাচার সংক্রান্ত মামলাগুলো সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের বিষয়ে বক্তারা বলেন, মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির চিকিৎসার সব পর্যায়ে পরিবারের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন**।** মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তি স্বভাবতই চিকিৎসা নিতে চায় না। কারণ সে বুঝাতেই পারে না, তার চিকিৎসার প্রয়োজন।
আবার অনেকেই শারীরিক যন্ত্রণার ভয়ে মাদক চিকিৎসায় অনীহা পোষণ করে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সহমর্মিতামূলক আচরণের মাধ্যমে তাকে চিকিৎসা নিতে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে না পারলে যে কোনো সময় তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। মাদকাসক্তি চিকিৎসায় ব্যক্তির নিজ ও তার পরিবারের সার্বিক সহযোগিতাসহ সেবা প্রদানকারী সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভালো করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি তবে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই, আমাদের এই সচেতনতা এবং সহযোগিতা যুবসমাজকে যুবশক্তিতে পরিণত করবে।

**সংযুক্তি-**১। উপস্থিত অতিথিদের সভায়  অংশগ্রহণের হাজিরা শীট  ও স্বাক্ষর

 স্বাক্ষর

**মোঃ শাহিন শেখ**

এসআই(নিরস্ত্র)

বিপি নং-৯২২০২২৭৪৩১

বিরামপুর থানা ,দিনাজপুর।